শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

THE LOYALTY

BY

AGHOR NATH CHATTOPADHYAYA.

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।
(১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট)।

কলিকাতা

৮০ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট,—চোরবাগান।

চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সংবৎ ১৯৪০।

মূল্য /১০ দেড় আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের কার্য্যবিধি আইন সংশোধনের পাণ্ডুলিপি লইয়া বর্ত্তমানে ইংরাজ ও দেশীয়দিগের মধ্যে বিস্তর তর্ক বিতর্ক ও বাকবিতণ্ডা চলিতেছে। পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হওয়া উচিত কিনা কেবল মাত্র তদ্বিষয়ে আবশ্যক মত তর্ক না করিয়া, দুর্ভাগ্য ক্রমে ইংরাজ ও দেশীয়গণ পরস্পর পরস্পরের গ্লানি করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে ঠিক এই সময় সুরেন্দ্র বাবু কারাবদ্ধ হইলেন। এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের এমত কোনও স্থানই নাই যেখানকার লোক সুরেন্দ্র বাবুর জন্য দুঃখিত হন নাই এবং প্রায় অধিকাংশ স্থানের অধিবাসীগণ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ইংরাজ রাজপুরুষেরা মনে করিতে পারেন যে গভর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের রাজভক্তি বিচলিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহাদের সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। আমাদিগের এক ব্যক্তিও গভর্ণমেণ্টের প্রতি কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। মহারাণী ভারতেশ্বরীর শাসনাধীনে থাকিয়া আমরা সুখে কি দুঃখে আছি এই সময় তদ্বিষয়ে একবার আলোচনা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। এবং সেই উদ্দেশেই এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি লিখিত হইল। যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করিয়া একবার এই খানি পাঠ করিবেন গভর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার আন্তরিক রাজভক্তি চিরকালই অবিচলিত থাকিবে। সেইরূপ একখানি পুস্তক আমাদের বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

এবং তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে আমাদের অন্তঃকরণে রাজভক্তি রসের সঞ্চার হইতে থাকে, সুতরাং ২ ইকোর্টের বর্ত্তমান ছাত্র বিদ্রোহের ন্যায় লজ্জাকর ও দুঃখজনক ঘটনার কথা আমরা আর শুনিতে পাই না।

ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী হইবে মনে করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি বিশুদ্ধ ও সরল ভাষায় লিখিতে আমি সাধ্যানুসারে ত্রুটী করি নাই শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার আন্তরিক ও অকপট রাজভক্তির উৎসাহ প্রদান করিলে চরিতার্থ হইব।

চতবেতা।
জুলাই
১৮৮৩ সাল

শ্রীঅঘোরনাথ শর্ম্মণঃ।

রাজভক্তি।

প্রথম অধ্যায়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া আমাদের দেশের রাজ্ঞী আমাদের দেশের রাজ্ঞী বলিয়া মহারাণীর ভারতেশ্বরী উপাধি আছে। গত ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে তিনি এই উপাধি ধারণ করিয়াছেন ভারতেশ্বরী পরম দয়ালু ও অত্যন্ত প্রজাবৎসল। তিনি প্রজাদিগকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন

মহারাণী ভারতেশ্বরী কিরূপ সুনিয়মে আমাদের দেশের রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন এবং তাঁহার শাসনাধীনে থাকিয়া আমরা কিরূপ সুখে আছি, তাহার স্থূল বিবরণ উল্লেখ করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

মহারাণী যে প্রণালীতে গ্রেট্ ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড শাসন করিতেছেন, আমাদের দেশও সেই নিয়মে শাসন হইতেছে। গ্রেট্ ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের শাসন প্রণালী অতি চমৎকার। তথায়

পার্লিয়ামেণ্ট নামক এক সভা আছে। রাজ্ঞী সেই সভার সভ্যদিগের সহিত এক মত হইয়া রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন পার্লিয়ামেণ্ট সভা দুই ভাগে বিভক্ত হাউস অফ্ লর্ডস্ অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত দিগের সভা এবং হাউস অফ্ কমন্স অর্থাৎ সাধারণ প্রজাদিগের সভা। রাজ্যের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং প্রধান প্রধান যাজকগণ সম্ভ্রান্ত সভার সভ্য। অন্যান্য সমস্ত সাধারণ প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণ সাধারণ সমাজের সভ্য রাজ্যে কোন প্রকার কর স্থাপন অথবা রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় কোন প্রকার নিয়ম কি আইন প্রচলিত করিতে হইলে, মহারাণী এই দুই সভার সভ্যগণের মত লইয়া কার্য্য করেন। কিন্তু কয়েকটী বিশেষ কার্য্য মহারাণীর স্বয়ংই করিবার ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতাকে রয়েল প্রিবগেটিভস্ অর্থাৎ রাজকীয় ক্ষমতা কহে।

ভারতবর্ষের রাজ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ মহারাণী পার্লিয়ামেণ্ট সভার সম্মতিতে গভর্ণর জেনেরলকে আপন প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত করেন। গভর্ণর জেনেরলেরও এক মন্ত্রী সভা আছে। যাবতীয়

বহুসংখ্যক ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ এবং ভারত-বর্ষবাসী যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণ এই সভার সভ্য। সমস্ত ভারতবর্ষে যে সকল আইন প্রচলিত করিতে হয়, আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় যে সকল নূতন নিয়ম সংস্থাপন করিতে হয়, ভিন্ন দেশীয় রাজাদিগের সহিত সন্ধিবিগ্র-হাদি যাহা করিতে হয়, অথবা দেশের উপ-কারার্থে অন্য যে কোন কার্য্য করিতে হয়, সেই সমস্তই গভর্ণর জেনেরল এই সভার সভ্যগণের সম্মতিতে করেন।

ভারতবর্ষ তুল্য বহু বিস্তৃত রাজ্যের রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা এক জন কর্ম্মচারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্ট জনক এই জন্য ভারতবর্ষকে পৃথক পৃথক প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছে প্রতি প্রদেশে এক এক জন গভর্ণর আছেন তাঁহারা সকলেই গভর্ণর জেনেরলের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করেন। আমা-দের বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর তাঁহাদের মধ্যে এক জন তাঁহারও এক মন্ত্রী-সভা আছে। কয়েক জন বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী এবং দেশীয় সমস্ত রাজা, জমিদার ও অন্যান্য সাধারণ

প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণ এই সভার সভ্য। এই সভার সভ্যদিগের বিনা সম্মতিতে লেপ্টনেণ্ট গভর্ণর বাঙ্গালাদেশে কোন প্রকার আইন প্রচলিত করেন না। আবার সেই আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইলে, গভর্ণর জেনেরলের সম্মতি লইতে হয়।

যে রাজ্যের রাজকার্য্য সকল এরূপ সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হইতেছে, আইন প্রচলন সম্বন্ধে যে রাজ্যে এরূপ সুপ্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তথাকার প্রজাগণ যে সর্ব্ব বিষয়ে সুখী তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সময়ে সময়ে অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে অমুক আইন অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে, সাধারণ প্রজাদিগকে সেই আইনের নিয়মানুসারে চলিতে গিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইতেছে। কিন্তু কোনও আইনের নিয়ম সকল প্রকৃতরূপে কঠিন হইলেও আমরা গভর্ণমেণ্টকে তজ্জন্য দোষী করিতে পারি না। দেশের উপকারার্থে সেইরূপ আইন প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা না করিলে মন্ত্রী সভার সভ্যগণ কখনই তাহা প্রচলিত করিতে দিতেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মুসলমান রাজাদিগের ঘোরতর অসদ্ব্যবহার ও ঘৃণিত অত্যাচার মধ্যে শত শত বৎসরকাল যাপন করিয়া মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কিরূপ প্রবল থাকিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। ইংরাজেরা যখন প্রথমে আমাদের দেশ জয় করিলেন আমাদের তৎকালীন সামাজিক ও মানসিক অবস্থার সহিত বর্ত্তমান সময়ের সামাজিক ও মানসিক অবস্থার তুলনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তখন লোকের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই ভয়ে আচ্ছন্ন থাকিত। ম্লেচ্ছগণ যতই অত্যাচার করুক না কেন, তাহার কোন প্রতিবিধান ছিল না। দেশে কোনও প্রকার আইন ছিল না। আইনের মধ্যে ধনবান ও বলবানের জয় এবং নির্ধন ও দুর্ব্বলের পরাজয়। মনের ও শরীরের স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা তখনকার লোকে জানিত না। সর্ব্ববিষয়ে তখনকার লোক সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। এমন কি যে পৃথিবীতে তাহারা বাস করিত সেই পৃথিবী কি পদার্থ, কত বড়, গোল

কি ত্রিকোণ, সচল কি অচল, ইহাতে কত ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের বাস, কত পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, হ্রদ, প্রস্রবণ ইত্যাদি এই পৃথিবীতে রহিয়াছে, এই সমস্ত বিষয়ে তখনকার লোক সম্পূর্ণ মূর্খ ছিল। প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত তখন এক প্রকার লোপ হইয়াছিল বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হয় নাই বলিলেও হয়।

কি শুভক্ষণেই যে ইংরাজেরা পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজোদ্দৌলাকে পরাজয় করিয়া এদেশে আপনাদিগের অধিকার বিস্তারের সোপান করিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা যে কেবল মাত্র আমাদিগকে মুসলমানদিগের ঘোরতর অত্যাচার হইতে চিরকালের জন্য রক্ষা করিয়াছেন এমত নহে, তাঁহাদের রাজ্য শাসন গুণে আমাদের ধন, প্রাণ, সম্ভ্রম আর মানধর্ম্মে সুরক্ষিত হইতেছে, আমরা সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া মনের ও শরীরের উন্নতি সাধন করিতেছি, দুর্ভিক্ষ্য ও কঠিন কঠিন পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইতেছি এবং কোনও প্রকার সামান্যরূপে অত্যাচারিত

হইলেও সাহসের সহিত আত্ম সমর্থন করিতেছি।

এতদ্দেশীয় সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুদিন পরেই ইংরাজেরা আমাদের শিক্ষা বিষয়ক উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়েন। তাঁহারা প্রথমতঃ কলিকাতা মহানগরীতে আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার জন্য মেডিকেলকলেজ, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ ও ইংরাজি ভাষা শিক্ষার জন্য হিন্দুকলেজ সংস্থাপন করেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহাদের স্বদেশ বাসী যাজকগণও শিক্ষা বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজব্যয়ে কলিকাতায় ও অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থানে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করেন সেই সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে গভর্ণমেণ্টও এই সময় রাজ কোষ হইতে বিস্তর অর্থ ব্যয় দ্বারা কলিকাতায় ও অন্যান্য প্রধান নগরে অনেক ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন

বাঙ্গালা ভাষার এই সময় অত্যন্ত শোচনীয়

অবস্থা বালকদিগের পাঠোপযোগী অথবা ভাষা শিক্ষোপযোগী কোনও পুস্তক তৎকালে এই ভাষায় ছিলনা ইহার কিছুদিন পরে গভর্ণমেণ্টের উৎসাহে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন কৃতবিদ্য ছাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাকে ইহার বর্ত্তমান কলেবর প্রদান করতঃ বালকদিগের পাঠোপযোগী অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করেন এই সময় গভর্ণমেণ্টের যত্নে ও উৎসাহে দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই আদর্শ, সার্কেল ও সাহায্য কৃত বঙ্গবিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হয়। বহু সংখ্যক ছাত্র প্রতিবৎসর এই সকল বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে, নর্ম্যাল স্কুলে অথবা চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে শিক্ষা সম্বন্ধে এক্ষণে আমাদের দেশে আর কোনও অভাবই নাই নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রজাদিগের সন্তানগণকেও শিক্ষা প্রদান জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রাইমারি পাঠশালা সকল স্থাপন করিয়া প্রতি বৎসর বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। সর্ব্বশ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে শিক্ষা-বিষয়ে উৎসাহ প্রদান জন্য বর্ষে বর্ষে বৃত্তি

ও পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট বিস্তর অর্থ দান করেন।

এইরূপে ইংরাজেরা আমাদিগকে সংস্কৃত বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত করিতেছেন তাঁহাদেরই অনুগ্রহে আমাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতেছে। তাঁহাদেরই প্রসাদে আমরা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত হইতেছি। তাঁহাদেরই অনুগ্রহে আমরা চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কত শত ব্যক্তিকে কঠিন কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য করিতেছি তাঁহাদেরই প্রসাদে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ও সরভেযিং শাস্ত্রে শিক্ষিত হইয়া কেমন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সেতু, অট্টালিকা ও রাজপথ সকল নির্ম্মাণ করিতেছি; দেশস্থ সমস্ত স্থানের প্রকৃত পরিমাপ করিযা কত সুন্দর সুন্দর মানচিত্র অঙ্কিত করিতেছি তাঁহাদেরই কৃপায় আমরা ব্যবস্থা শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া বিচার কার্য্যের কত সহায়তা করিতেছি। এবং তাঁহাদেরই উৎসাহে আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

আবার গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশীয় সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে প্রধান প্রধান রাজপদে নিযুক্ত করিতেও ত্রুটী করিতেছেন না। পূর্ব্বে যে সকল রাজপদে কেবলমাত্র ইংরাজেরা নিযুক্ত হইতেন এক্ষণে সেই সকল পদে দেশীয় কত-কৃতবিদ্যগণ নিযুক্ত হইতেছেন। এমন কি হাইকোর্টের প্রধান জজের পদেও একজন উপযুক্ত বাঙ্গালী অধিষ্ঠিত ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে তাঁহাদের স্বদেশবাসীদিগের সহিত আমাদের কিছু-মাত্র প্রভেদ করিতেছেন না। ইংরাজই হউন অথবা এদেশবাসীই হউন গভর্ণমেণ্টের চক্ষে সক-লই সমান। সুতরাং এক্ষণে আমাদের স্বাধীনতা হীনতা নিবন্ধন কষ্ট কোথায়?

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনেরও উন্নতি হইতেছে এবং রাজভক্তিরও বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমাদের দেশের বর্ত্তমান গভর্ণর জেনেরল উন্নতমনা লর্ড রিপণ মহোদয় কয়েকটী বিশেষ রাজকার্য্যের ভার সম্পূর্ণরূপে আমাদের হস্তে ন্যস্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। তাঁহার মতে রোড্‌সেস্, পব্লিকওয়ার্ক, চিকিৎসা ও

শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য স্থানীয় সভা-দ্বা বা স্বাধীন ভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত। এরূপ হইলে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয় এবং এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়। স্থানীয় গভর্ণমেণ্টগণ ও মহামতি লর্ডরিপণ মহোদয়ের এই সদভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন এবং যাহাতে শীঘ্র দেশ মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচ-লিত হয় তাহার বিশেষ যত্ন করিতেছেন। এই মহত অভিপ্রায় প্রকাশ দ্বারা মহামতি লর্ডরিপণ মহোদয় ভারতবর্ষে আপন নাম চিরস্মরণীয় করি-য়াছেন। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার কিছু দিন পরেই মহামতি লর্ডরিপণ মহোদয় দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন উঠাইয়া দিয়া যে দেশীয় মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন ইহা বলা বাহুল্য। আফগানিস্থানের বৃথাযুদ্ধ শেষ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া যে তিনি শত শত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন ও রাজকোষ একেবারে শূন্য হইতে দেন নাই ইহা সকলেই জানেন। ইংরাজ মাজিস্ট্রেটগণ যেরূপ এদেশীয় সকল ব্যক্তিরই

ফৌজদারী মোকদ্দামার বিচার করিতেছেন,য হাতে এদেশীয় উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণও সেইরূপ ইংরাজ ও অন্যান্য জাতীয়দিগের ফৌজদারী মোকদ্দামার বিচার করিতে সক্ষম হয়েন তজ্জন্য একটী আইনের পাণ্ডুলিপি হইয়াছে মহামতি লর্ড রিপণের নিতান্ত ইচ্ছা যে উক্ত পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয় ভারতবর্ষবাসীগণ যে চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবে তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে "মহানুভব লর্ড-রিপণ মহোদয়" এই নামটি ভক্তি মসীদ্বারা চির-অঙ্কিত রহিবে

তৃতীয় অধ্যায়।

যেরূপ সুনিয়মে গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের ভূমি সকল বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যেরূপ সুফল ফলিতেছে তাহার কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক।

প্রতি জেলায় ভূমি সকল গবর্ণমেণ্ট পৃথক্ পৃথক্ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার এক এক ভাগ কালেক্টরির এক এক তৌজীভুক্ত সেই রূপ এক কি তদধিক তৌজীর অন্তর্গত ভূমি এক এক জমীদারের সহিত এক জমায় চিরকালের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কখনও আর সেই জমার বৃদ্ধি করিবেন না গবর্ণমেণ্ট এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। জমীদারগণ উত্তরাধিকারী ক্রমে তাঁহাদের জমীদারী ভোগ করিতে পারেন এবং ইচ্ছা অনুসারে দান বিক্রয় অথবা অন্য কোনও প্রকার হস্তান্তর করিতেও সক্ষম। এইরূপ নিয়ম থাকায় তাঁহারা প্রাণপণে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। যেহেতু ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি যতই বৃদ্ধি হয় তাঁহাদের ততই

লাভ, তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাগণ ততই বৃদ্ধি কর দিতে সম্মত হইয়া ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লয়। যদি জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা কখনই জলাশয় খনন, বাঁধ প্রস্তুত প্রভৃতি বহু-ব্যয়সাধ্য কার্য্যদ্বারা জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন না। এবং তাহা হইলে কখনই আমাদের দেশে এরূপ প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত না। সুতরাং দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন সময়ে সময়ে অনেক লোক অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইত। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহের সুশৃঙ্খলা বশতঃ আমাদিগকে আর সেরূপ বিপদে পতিত হইতে হয় না।

আবার জমীদারের অধীনস্থ প্রজাদিগেরও কোন বিষয়ে অসুবিধা নাই। যে নিয়মে তাহারা জমীদারদিগের নিকট হইতে ভূমি পাট্টা করিয়া লয় সেই নিয়মানুসারে চলিলে কখনই তাহারা তাহাদের জমী হইতে বঞ্চিত হয় না। আবার যদি কোনও ভূমি একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কোনও প্রজার দখলে থাকে আর যদি সেই প্রজা

রীতিমত কর প্রদান করে তবে কোনও বিশেষ কারণ না থাকিলে জমীদার কখনই তাহাকে সেই ভূমি হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। খাজনা আদায়ের নিয়মও অতি উৎকৃষ্ট। কোনও প্রজার নিকট খাজনা বাকী পড়িলে জমীদারকে দেওয়ানি আদালতে অভিযোগ করিয়া সেই খাজনা আদায় করিতে হয়। খাজনা আদায়ের জন্য জমীদার কোনও প্রজার উপর কিছু মাত্র অত্যাচার করিতে পারেন না। কোনও প্রকার অত্যাচার করিলে জমীদারকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়।

মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে এসকল সুনিয়মের কিছুই ছিলনা। তখন জমীদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে নিয়ম মত কর গ্রহণ করিতেন না। বৎসরের মধ্যে দুই তিন বার নিজের লোক লইয়া জমীদারগণ প্রতি গ্রামে যাইতেন এবং প্রজাদিগের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া আপনাদিগের ধনাগার পূর্ণ করিতেন। আর লুণ্ঠনের সময় প্রজাদিগকে এরূপ নির্দ্দয় রূপে প্রহার করা হইত যে অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিত। যাহারা পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিত তাহারাও কিছু

দিন পরে অনাহারে মরিয়া যাইত। নিষ্ঠুর জমীদারগণ যে নিরীহ প্রজাদিগের উপর এত উপদ্রব করিতেন নবাবেরা তাহার কিছুই প্রতিবিধান করিতেন না। এবং প্রতিবিধানের কোন আইনও ছিলনা। দেশস্থ সাধারণ প্রজাগণ কিরূপ অবস্থায় কালযাপন করিতেছে নবাবেরা কখনই তাহার কোনও অনুসন্ধানও লইতেন না। অধীনস্থ জমীদারগণের নিকট হইতে কর আদায় হইলেই নবাবদিগের যথেষ্ট হইত। তাহারও কোন সুশৃঙ্খলা ছিলনা। এক এক জমীদার তাঁহার জীবনের মধ্যে আট দশ বার মাত্র নবাবকে রাজকর প্রদান করিতেন। আর যতবার কর আদায়ের জন্য নবাব তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে ধরিয়া লইয়া যাইতেন ততবারই তিনি নবাবের পারিষদ ■ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে কিছু কিছু উৎকোচ দিয়া অব্যাহতি পাইতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে চুণের গুদামেও বাস করিতে হইত।

চতুর্থ অধ্যায়।

নির্ধন প্রজাগণ পীড়িত হইয়া যাহাতে বিনা চিকিৎসায় ও বিনা পথ্যে অকালে কাল কবলে পতিত না হয়, আমাদের গভর্ণমেণ্ট তাহার বিশেষ প্রতিবিধান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতি জেলায় ও প্রতি প্রধান প্রধান পল্লীগ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় সকল সংস্থাপন করিয়াছেন নির্ধন প্রজাগণ বিনা ব্যয়ে ঐ সকল চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ ও পথ্য প্রাপ্ত হয় পথ্য দিবার নিয়ম এক্ষণে অনেক চিকিৎসালয় হইতে উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যবস্থা ও ঔষধ সর্ব্বত্র বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কলিকাতা মহানগরীতে মেডিকেল কলেজ হস্‌পিট্যাল, চাঁদনী হস্‌পিট্যাল, সিয়ালদহ হস্‌পিট্যাল প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় সকল রহিয়াছে। বহুসংখ্যক লোক প্রত্যহ এই সকল চিকিৎসালয় হইতে বিনা ব্যয়ে ঔষধ ও পথ্য পাইতেছে।

যাহাতে দেশস্থ প্রজাগণ কোন প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত না হয় এবং যাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য

ভাল থাকে তাহার উপায় করিবার জন্য প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান গ্রামে মিউনিসিপাল নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। যাহাতে গ্রামে কোন প্রকার জঙ্গল না থাকে, যাহাতে গ্রামস্থ পয়ঃপ্রণালী সকল পরিষ্কার থাকে এবং কোন প্রকার অপরিষ্কার জল গ্রামে দাঁড়াইতে না পারে, যাহাতে গ্রামের রাস্তা ও জলাশয় সকল পরিষ্কার থাকে এবং যাহাতে গ্রামস্থ বায়ু কোন-রূপে দূষিত না হয়, মিউনিসিপাল সভার সভ্য-গণ তাহার তত্ত্বাবধারণ করেন কলিকাতা মহানগরীরত কথাই নাই। এখানকার দুই পার্শ্বে সুন্দর অট্টালিকা শ্রেণী শোভিত অন্তর্গর্ভা পয়ঃপ্রণালীযুক্ত ও গ্যাসালোকে আলোকিত সুপ্রশস্ত রাজপথ সকল সন্দর্শন করিলে কোন্ ব্যক্তি মনে মনে ইংরাজ রাজত্বের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন। আহা! যে ব্যক্তি একবার এখানকার নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর কলের জল পান করিয়াছেন তাঁহার অন্য কোনও স্থানের জলই সুস্বাদু বলিয়া বোধ হয় না। নগরের সমস্ত স্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার এমনই

সুনিয়ম যে এত বৃহৎ ও জনাকীর্ণ মহানগরীতে কোন প্রকার অপরিষ্কার পদার্থ প্রায়ই দেখা যায় না এবং কোনও প্রকার দুর্গন্ধের আঘ্রাণ প্রায়ই পাওয়া যায় না।

ইংরাজদিগের ন্যায় দয়ালু রাজা আর পৃথিবীতে আছেন কি না সন্দেহ। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন শত শত প্রজা যাহাতে অকালে কাল গ্রাসে পতিত না হয় আমাদের গর্ভর্ণমেণ্ট তাহার বহুবিধ প্রতিবিধান করিয়াছেন পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে জমীদারদিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহার মধ্যে প্রধান। ইহা ব্যতীত যে সকল স্থানে কোন প্রকার জলাশয় নাই, এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে যে সকল স্থানে একটীও শস্য উৎপন্ন হয় না, সেই সকল স্থানের প্রজাদের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয় করিয়া খাল খনন করিয়াছেন। আবশ্যক মত এই সকল খালের জল ভূমিতে দেওয়া হয়। ঐ সকল খাল হওয়াতে নৌকা ও অন্যান্য জলযান সকল সহজেই একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে পারে। তাহাতে আরোহীগণের অনেক

সুবিধা হইয়াছে এবং দেশের অন্তর্বাণিজ্যও বৃদ্ধি হইয়াছে। যে সকল স্থানে সমুদ্রের অথবা নদীর জল স্ফীত হইয়া পার্শ্বস্থ গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র সকল ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস করে, সেই সকল সমুদ্র ও নদীর তীরে গভর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয় দ্বারা বাঁধ প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই সকল বাঁধ থাকায় সমুদ্র কি নদীর জল গ্রামে বা শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না এই সকল বাঁধ আবার রাজপথরূপেও ব্যবহৃত হয়।

দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের উৎসাহ প্রদানও দুর্ভিক্ষ নিবারণের সামান্য উপায় নহে। মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজত্বকালে আমাদের দেশে বাণিজ্যের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে অন্যকোনও রাজার রাজত্ব সময়ে এরূপ হয় নাই। অন্নের ন্যায় বসনও মনুষ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু বাণিজ্যের প্রভাবে আমরা গৃহে বসিয়া বিদেশজাত কত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বসন সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হইতেছি ফলতঃ পৃথিবীর কোনও দেশেই এমত কোনও পদার্থই নাই যাহা আমরা গৃহে

বসিয়া প্রাপ্ত না হই। আবার আমাদের দেশ-জাত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল ভিন্ন দেশে নীত হইতেছে এবং তদ্বিনিময়ে আমরা প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া বিদেশ জাত দ্রব্য সকল ক্রয় করিতেছি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছি। রেলওয়ের গাড়ি এবং অর্ণবপোত ও অন্যান্য জলযান সকল যে কেবলমাত্র আরোহীদিগের সুবিধার জন্য হইয়াছে এমত নহে, তদ্দ্বারা বাণিজ্যেরও বিশেষ সাহায্য হইতেছে। এই সকল যানদ্বারা এক স্থানের দ্রব্য সহজেই অন্য স্থানে নীত হইতেছে। দেশের এক ভাগে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে এই সকল যান দ্বারা অনায়াসেই অন্য ভাগ হইতে অথবা অন্য দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য আনীত হইতেছে। বাণিজ্যের প্রভাবে সমস্ত দ্রব্যের মূল্যই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের এত উপায় সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টিই ইহার কারণ। গত ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময়

দেশীয় লোকদিগের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হই-য়াছিল তাহা বোধ হয় সকলেরই স্মরণ আছে। কিন্তু আমাদের গভর্ণমেণ্ট সেই দুর্ভিক্ষপপীড়িত প্রজাগণের প্রাণ রক্ষার জন্য রাজকোষ হইতে যেরূপ অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, যেরূপ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তণ্ডুল আনয়ন করিয়া উপায় বিহীন ব্যক্তিদিগেকে দান করিয়া ছিলেন, কোনও দেশের কোনও রাজা কখন সেরূপ করেন নাই। সেই সময় গভর্ণমেণ্ট প্রায় প্রতি প্রধান প্রধান গ্রামে চাউলের গোলা সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের যাবতীয় বৃদ্ধ বালক ও পীড়িত ব্যক্তি সেই সকল গোলা হইতে আহা-রোপযোগী তণ্ডুল প্রাপ্ত হইত। যে সকল ব্যক্তি সুস্থ ও সবল ছিল তাহাদিগকে উপযুক্ত বেতন দিয়া রাজপথ প্রস্তুত, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি সাধারণের উপকার জনক কার্য্যে নিয়োজিত করা হইত প্রত্যহ তাহার গভর্ণমেণ্টের গোলা হইতে চাউল ক্রয় করিত যেসকল উপায় বিহীন স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণের

সম্মুখে বাহির হইত না ; তাহারা যে যেরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম গভর্ণমেণ্ট হইতে তাহাকে তদুপ-যুক্ত উপকরণ দেওয়া হইত এবং তাহারা আপন আপন গৃহে বসিয়া সেই সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিত ও তজ্জন্য উপযুক্ত বেতন পাইত। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিনা মূল্যে গভর্ণমেণ্টের চাউল গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন তাঁহাদিগকে চাউল কর্জ্জ দেওয়া হইত। ফলতঃ সে সময় এরূপ সুপ্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল যে এত বৃহৎ ও জনাকীর্ণ রাজ্যের মধ্যে একব্যক্তিও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বিনা সন্দেহ। সেই সময় নির্ধন প্রজাদিগকে বস্ত্র ও বীজধান্য ক্রয় করিবার মুল্য স্বরূপ অর্থও দান করা হইত।

পঞ্চম অধ্যায়।

দেশের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আমাদের গভর্ণমেণ্ট অতি সুন্দর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। দেওয়ানি ও ফৌজদারী এই দুই শ্রেণীর বিচারালয় আছে। ভূমি, রাজস্ব ও দেনা পাওনা সম্বন্ধীয় সমস্ত মোকদ্দমার বিচার দেওয়ানি আদালতে হইয়াথাকে। আর চুরি, ডাকাইতি, রাজবিদ্রোহ, হত্যা, শান্তিভঙ্গ, মারপিট প্রভৃতি যাবতীয় অপরাধের বিচার ফৌজদারী বিচারালয়ে হয়। শুনিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্ব রাজাদিগের অধিকার কালে জমীদারেরা রাজস্ব আদায় জন্য প্রজাদিগকে বিবিধ প্রকারে পীড়ন করিত। বলবানের অনায়াসেই দুর্ব্বলদিগের ভূম্যাদি আপন দখলে আনিত এবং অসৎ ব্যক্তিরা কাহারও নিকট ঋণ গ্রহণ করিলে তাহা প্রায়ই পরিশোধ করিত না। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের সুশাসনে এক্ষণে সেই সকল অত্যাচারের নাম মাত্রও নাই। কাহারও নিকট রাজস্ব বাকী থাকিলে অথবা অন্য কোন প্রকারের অর্থ পাওনা থাকিলে কি কাহার সহিত ভূমি সম্ব-

স্বীয় কোন বিবাদ থাকিলে এবং সেইরূপ দাওয়া ১০০০৲ টাকার মধ্যে হইলে, তাহার বিরুদ্ধে মুন্‌সেফী বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারা যায়। মুন্সেফী আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে জজ আদালতে আপীল করিতে পারা যায়, জজ আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে এবং হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে কথনও কথনও ইংলণ্ডে মহারাণীর প্রিভিকাউন্সেলেও আপীল হইতে পারে। ফলতঃ মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজ্য মধ্যে সুবিচারের কিছুমাত্র অভাব নাই।

ফৌজদারী বিচারালয় সংস্থাপন হওয়াতে এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন প্রচলিত থাকাতে লোকের ধন, প্রাণ, মান, সম্ভ্রম, যে কিরূপ সুনিয়মে সুরক্ষিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। ব্যবস্থা শাস্ত্র বিশারদ সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ বহুযত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই দণ্ডবিধি আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। একবার মনযোগের সহিত এই আইন খানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহার প্রণেতাগণ কেবল মাত্র আইনজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা ভারতবর্ষবাসীদিগের স্বভাব,

চরিত্র, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন। এই আইন প্রণয়ন করিয়া তাঁহারা অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি, অবিচলিত অধ্যবসায়, প্রগাঢ় বিজ্ঞতা ও অপরিসিম অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বর্ষে বর্ষে কত নূতন নূতন আইন প্রচলিত হইতেছে এবং কিছু দিন পরেই আবার সেই সকল আইন রহিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু গত ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দণ্ডবিধি আইন প্রস্তুত হইয়াছে এবং এপর্য্যন্ত কেহই ইহার উপর হস্ত প্রদান করিতে সাহস করেন নাই। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, কি ধনী, কি নির্ধন, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই এই আইনের চক্ষে সমান কেহ কাহারও প্রতি কোনও প্রকার অত্যাচার করিলে এই আইনানুসারে ফৌজদারী বিচারালয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক তাহার উপযুক্ত দণ্ড হয়।

দেওয়ানী আদালতের ন্যায় ফৌজদারী আদালতের বিচারের বিরুদ্ধেও আপীল হইতে পারে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয় সমূহের বিচার-

কার্য্য নির্ব্বাহার্থ গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বিচারক সকল নিযুক্ত করেন। এই সকল বিচারক দ্বারা প্রায়ই সুবিচার হইয়া থাকে। কদাচ কাহারও দ্বারা অবিচার হইলে আপীল আদালত তাহার সংশোধন করিয়া দেন।

দেশের শান্তি রক্ষার জন্য এবং অপরাধীকে বিচারাধীনে আনিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট পুলিসের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতি জেলায় এবং প্রধান প্রধান গ্রামে পুলিসষ্টেসন ও আউট পোষ্ট সকল সংস্থাপিত আছে। আপন আপন সীমার মধ্যে চুরি, ডাকাইতি, দাঙ্গা, হত্যা প্রভৃতি কোনও প্রকার অত্যাচার না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা এবং অত্যাচারকারীদিগকে বিচারাধীনে আনয়ন করা এই সকল ষ্টেসন ও আউট্‌পোষ্টের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকায় অত্যাচারীগণ কোনও প্রকার অত্যাচার করিতে প্রায়ই সাহস করে না এবং দোষীব্যক্তিগণ প্রায়ই বিচার হইতে অব্যাহতি পায় না।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে দুর্ব্বলেরা বল-

বানের ভয়ে সর্ব্বদাই অস্থির ছিল। আপন আপন ধন প্রাণ লইয়া সদাই ব্যস্ত কেহ কাহারও প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিলে রাজদ্বারে যে অত্যাচারকারীর দণ্ড হয় তখনকার সাধারণ লোকের এরূপ জ্ঞানও ছিলনা। তখনকার রাজা উপাধিধারী প্রধান প্রধান জমীদারগণের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। একদা এক ধীবর পত্নী এক মাসের একটী পুত্র ক্রোড়ে লইয়া কোন রাজান্তঃপুরে মৎস্য দিতে গিয়াছিল। প্রত্যাগমন কালে রাজা তাহাকে আপন সম্মুখে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহার ক্রোড়ের সন্তানটী পুত্র কি কন্যা যেমন শুনিলেন সেটী পুত্র অমনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বহস্তে বলপূর্ব্বক শিশুটীকে মাতৃক্রোড় হইতে টানিয়া লইলেন এবং তাহাকে দুই পদে ধরিয়া সম্মুখস্থ ভিত্তিতে এরূপ সবলে আছাড় মারিলেন যে তাহার মস্তকের খুলি চূর্ণ হইয়া গেল। পুত্রশোকাতুরা নিরপরাধিনী স্ত্রীলোকটীকেও অল্পে ছাড়িলেন না। রাজান্তঃপুরে পুরুষ প্রবেশ করিয়াছিল এই কথা সে কাহারও নিকট

না বলিতে পারে এই জন্য রাজার অনুমতিক্রমে তাহাব জিহ্বা সমূল উৎপাটন করা হইল। এরূপ ভয়ানক ভয়ানক নিষ্ঠুরতার সহস্র সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আবাব এই সকল জমী-দারগণ যে সকল নবাবদিগের অধীন ছিলেন তাঁহাদেরত কথাই নাই। বোধ হয় পাঠকবর্গ সক-লেই অবগত আছেন যে কিরূপ নিষ্ঠুরাচরণ দ্বারা নবাব সিরাজোদ্দৌলা গর্ভিণীর উদর চিরিয়া গর্ভস্থ সন্তান দেখিতেন এবং আরোহীগণে পরিপূর্ণ নৌকা সকল নদীর মধ্যস্থলে ডুবাইযা দিয়া কৌতুক করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক ভারতবর্ষের অধিবাসী। তাহাদের মধ্যে অনেক ভিন্নভাষা প্রচলিত। একতা কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানেনা বলিলেও হয়। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষ যে কখনও স্বাধীন হইবে তাহার কোন আশাই নাই। জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা ভারত-বর্ষে এত প্রবল, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও এক ধর্ম্মা-বলম্বী ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়দিগের মধ্যে পরস্পর এত হিংসা ও দ্বেষ যে যদিও কস্মিন্‌-কালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় তাহা হইলে সর্ব্ব-শ্রেণীর প্রজাগণ কখনই সমানভাবে সুখী হইবে না। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতীয় লোকই ভারতবর্ষের প্রধান অধিবাসী। মুসলমান রাজা-গণ যে কিরূপ সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিতে সক্ষম এবং তাঁহাদের অধিকারকালে প্রজাগণ যে কিরূপ সুখে কালাতিবাহন করিতে পারে তাহা ইতি-পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। হিন্দুগণ ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত। কিন্তু জাতিভেদ নিবন্ধন ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ বৈরীভাব যে এক জাতীয় কোনও ব্যক্তি যদি কখনও এদেশের রাজা হয়েন তবে তিনি স্বজাতীয়দিগের উন্নতি সাধন করিবেন এবং অপর তিন জাতীয়দিগের অবনতি সাধন জন্য চেষ্টা করিবেন।

রামায়ণ ও মহাভারতই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস। এই দুই ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ভারতবর্ষ তুল্য বহুবিস্তৃত রাজ্য কখনই একজন হিন্দু রাজার অধীনে ছিলনা; তখন ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক পৃথক্ পৃথক প্রদেশে বিভক্ত ছিল এই সকল প্রদেশের এক এক প্রদেশে এক এক জন স্বাধীন রাজা ছিলেন। এই সকল রাজাদিগের মধ্যে প্রায়ই সদ্ভাব ছিল না। তাঁহারা প্রায়ই পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতেন। দেশে শান্তির নামমাত্র ছিলনা। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিতেন। ব্রাহ্মণগণও স্বার্থ সাধন উদ্দেশে অনেক সময় এই

সকল রাজাদিগকে অনেক অহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন। শত শত দোষ করিয়াও ব্রাহ্মণগণ অব্যাহতি পাইতেন কিন্তু সামান্য দোষে নীচ জাতীয় ব্যক্তিদিগকে গুরুতর দণ্ড দেওয়া হইত এই সকল কারণে তখনকার সাধারণ প্রজাগণ প্রায়ই অসুখী ছিল।

যতদিন পর্য্যন্ত পৌত্তলিকধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবল থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষবাসীগণ এক ধর্ম্মাবলম্বী না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত দেশে জাতি ভেদের নামমাত্রও থাকিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষবাসীগণ সকলেই সুশিক্ষিত ও সুসভ্য হইয়া আপনাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে সক্ষম না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার বিন্দুমাত্রও আশা নাই এবং স্বাধীন হইলেও সাধারণ প্রজাগণ এক্ষণকার ন্যায় সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইবে না। আর যখন স্বাধীনতার সমস্ত সুখই আমাদের রহিয়াছে, পরাধীনতা নিবন্ধন কষ্টের নাম মাত্রও আমাদের নাই তখন কেনইবা আমরা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া ব্যস্ত হইব। বরং যাহাতে ইংরাজেরা

চিরকাল অবিবাদে ও সুখ সচ্ছন্দে আমাদের দেশে রাজত্ব করিতে পারেন এবং ভিন্ন দেশীয় কোন প্রবল রাজা যাহাতে ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া আমাদের দেশে আপন অধিকার বিস্তার করিতে না পারেন, যথাসাধ্য তাহার চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিদেশীয় রাজাদিগের মধ্যে কেবল রুস রাজের ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি রুসিয়ার নিহিলিস্টদিগের বিবরণ ও বর্ত্তমান জারের পিতার গুপ্ত হত্যার বিষয় একবার পাঠ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে রুসিয়ার শাসন প্রণালী কিরূপ কুৎসিত এবং তথাকার প্রজাগণ সর্ব্বদাই কিরূপ অসুখী।

ভারতবর্ষের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা যত কঠিন, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা তত কঠিন নয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় রাজাদিগকে এক জাতীয় ও এক ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস

এবং ভারতবর্ষবাসীগণ এত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও জাতিভেদ প্রথার এরূপ বশবর্ত্তী যে সর্ব্বপ্রকার রাজনীতিতে ব্যুৎপন্ন না হইলে কোন রাজা কখনই এদেশীয় সমস্তপ্রজার মনোরঞ্জনকরিয়া, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না আমাদের ইংরাজগভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে সেইরূপ রাজ-নীতিজ্ঞ। তাঁহাদের শাসনাধীনে থাকিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর প্রজাই সমানরূপে সুখী। তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না। তাঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি সমস্ত রক্ষা করিতেছেন।

ইংরাজদিগের ন্যায় সুপ্রণালীতে ও অপক্ষ-পাতী ভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা আর কোন জাতিরই নাই। তাঁহাদিগের অধীনে থাকিয়া আমরা যেরূপ সুখে আছি বোধ হয় পৃথি-বীর অন্য কোনও দেশীয় লোক সর্ব্ব বিষয়ে সেরূপ সুখীনয়। তাঁহারা প্রজাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে-ছেন এবং কৃষি ও বাণিজ্যের উৎসাহ প্রদান করিয়া লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের নানাবিধ উপায়

করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ও রোগগ্রস্তদিগের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা আমাদের দেশে এরূপ সুবিচারের প্রথা সংস্থাপন করিয়াছেন যে সাধারণ লোকদিগের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে ইংরাজ রাজত্বের সুশাসনে বাঘে ও বলদে এক ঘাটে জলপান করিতেছে। পূর্ব্বে কাশী যাইতে হইলে লোক প্রাণের আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিত এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধব দিগের নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিত। কিন্তু ইংরাজদিগের অনুগ্রহে রেলওয়ের গাড়ির সৃষ্টি হওয়ায় আমরা এক্ষণে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় প্রায় যাবতীয় তীর্থে এবং কলিকাতা, বোম্বে, মান্দ্রাজ সিমলা, দার্জিলিং প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান প্রধান স্থানে অনায়াসে গমনাগমন করিতেছি এবং গৃহে বসিয়া সেই সকল স্থানের উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হইতেছি। পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি বেগবতী স্রোতস্বতীর উপর দিয়া নৌকা করিয়া কোথাও গমন করিতে হইলে পূর্ব্বে লোক প্রাণ ভয়ে মৃত প্রায় হইত। কিন্তু বাষ্পীয় পোত

প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা ইংরাজেরা আমাদিগকে সে বিপদ হইতে মুক্ত করিযাছেন। দূরস্থিত কোন আত্মীয়ের সংবাদ পূর্ব্বে প্রাযই পাওয়া যাইত না। বহুব্যযে সংবাদ লইতে হইলেও কত বিপদ ও কষ্ট ভোগ করিতে হইত। কিন্তু ডাকের প্রথা সংস্থাপন দ্বাবা ইংরাজেরা এক্ষণে আমাদের এত সুবিধা কবিয়াছেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে এমত কোন স্থানই নাই যে একটী মাত্র পয়সা ব্যয় করিলে অতি শীঘ্রই আমরা তথাকার সংবাদ না পাই। আবার তাড়িৎবার্ত্তাবহ দ্বারা বহুদূরস্থিত ব্যক্তির সহিতও আমরা কথোপকথন করিতে পারি।

সত্যপরায়ণতা আমাদের গভর্ণমেণ্টেব আব একটী মহৎগুণ। এই গুণ থাকাতে গভর্ণমেণ্টের উপর প্রজাদের সর্ব্ববিষয়ে গাঢ় বিশ্বাস। গভর্ণমেণ্ট যখন যাহা অঙ্গীকাব করেন সাধ্য মত তাহা প্রতিপালন করিতে ক্রুটী কবেন না। কেবল গভর্ণমেণ্টের কথার উপর নির্ভর করিয়া ধনবান্ প্রজাগণ কোটি কোটি টাকা গভর্ণমেণ্টকে ঋণ দিতেছেন। সত্য পরায়ণতা গুণ থাকাতেই বোধ

হয় ইংরাজেরা চিরকাল আমাদের দেশের রাজা থাকিবেন

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজ্য শাসন প্রণালীর উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং যাহাতে তাঁহার অধিকার চিরকাল আমাদের দেশে বিস্তৃত থাকে কায়মনোবাক্যে তাহার চেষ্টা করা আমাদের সকলেরই সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। মহারাণী আমাদের দেশের রাজ্ঞী কিন্তু তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া চরিতার্থ হওয়া এবং অকৃত্রিম রাজভক্তি প্রদর্শনের চিহ্ন স্বরূপ সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। কারণ ভারতেশ্বরী কখনই এদেশে আগমন করেন নাই এবং কখনও যে আসিবেন এরূপ প্রত্যাশা নাই। তবে যে সকল ইংরাজেরা রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ এদেশে আগমন করেন তাঁহারা সকলেই ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি। ভারতেশ্বরীর প্রতি অপরিমিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিলে আমরা যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি-তাম ও আপনাদিগকে যেরূপ কৃতার্থ মনে করি-তাম, তাঁহার প্রেরিত রাজ প্রতিনিধিগণের প্রতি

রাজভক্তি প্রদর্শন করিলে আমরা অবিকল সেই-
রূপ পুণ্য সঞ্চয় করিতে ও আপনাদিগকে সেইরূপ
কৃতার্থ মনে করিতে পারি।

সম্পূর্ণ।